তারিখ ... 17 APR 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৮ ...

সমকাল

পাবলিক পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন

ড. আবদুল্লাহ ইকবাল

প্রায় ১৫ লাখ শিক্ষার্থীর ব্যাপক উৎকণ্ঠা নিয়ে শুরু হওয়া এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শেষ। এবার অপেক্ষার পালা–কখন প্রকাশ হবে কাঙ্ক্ষিত ফল! গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা থেকে এটি অনেকটাই নিশ্চয়তা দিয়ে বলা যেতে পারে যে, পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৬০ দিনের ভেতরেই ফল প্রকাশ হবে। আর সেজন্য এই ৬০ দিন সময়ের মাঝেই শিক্ষা বোর্ডগুলোকে চূড়ান্ত ফল তৈরি করে প্রকাশ করার জন্য প্রস্তুত করে রাখতে হবে। অতঃপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সময়-সুযোগ অনুযায়ী বেশ ঘটা করেই এই ফল ঘোষণার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে, যা গত কয়েক বছর ধরে চলে আসছে। পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে করতে পেয়ে যান সেই মাহেন্দ্রক্ষণটির সাক্ষাৎ! ব্যস্ততা বেড়ে যায় সংবাদপত্র ও বিভিন্ন মিডিয়ার সাংবাদিকদের। দেশবাসী জানতে পারে, ফলের ভিত্তিতে কোন প্রতিষ্ঠানটির অবস্থান কোথায়। বিশেষ করে ভালো কিছু প্রতিষ্ঠানের জন্য 'বিজ্ঞাপনে'র কাজ হয়ে যায়! বেশ কয়েকদিন ধরে চলতে থাকে দেশের আনাচে-কানাচে পড়ে থাকা অদম্য মেধাবীদের খুঁজে বের করে এনে পত্রিকার মাধ্যমে দেশবাসীর কাছে তুলে ধরার নিঃস্বার্থ প্রয়াস। এতে করে অনেক সহায়-সম্বলহীন মেধাবী পেয়ে যায় তাদের ভবিষ্যৎ অবলম্বন, সহজ ও সুন্দর হয়ে ওঠে তাদের পরবর্তী শিক্ষাজীবন। অনেক দরিদ্র পরিবারের অভিভাবকরা পেয়ে যান, সমাজের কিছু দায়িত্বশীল মানুষ, যারা নিজেদের বিবেকবোধ ও সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে এগিয়ে আসেন এই অভাবী পরিবারগুলোর দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে। দরিদ্র-অসহায় সন্তানদের পড়ালেখার দায়দায়িত্ব কিছু বিত্তবান ও বিবেকবান মানুষ নিজেদের কাঁধে নিয়ে সমাজের চোখে হয়ে ওঠেন 'আইকন'। একদিকে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার খরচ জোগানের ব্যবস্থা করে দেওয়া, অন্যদিকে বিত্তবানদের সামাজিক দায়িত্ব পালনের সুযোগ করে দেওয়ার কৃতিত্বের দাবিদার পুরোটাই সংবাদকর্মীদের। তাদের নিঃস্বার্থ কাজের ফলেই এটি সম্ভব হয়ে ওঠে প্রতিবার, প্রতিটি পাবলিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর। কিন্তু এই পাবলিক পরীক্ষার ফল নিয়েই যে রয়েছে নানা অভিযোগ!

পাবলিক পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে অনেক মুখরোচক কথা শোনা যায়। অনেক আগেও এমন কথা শোনা যেত। তবে গত কয়েক বছর ধরে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার মাত্রা কেবলই বাড়ছে। এসব কথাবার্তার অনেকই মনে হতো বানোয়াট বা ভিত্তিহীন। কিন্তু গত ২৭ মার্চ, ২০১৫ তারিখে সমকালে 'তড়িঘড়ি করে দেখা হয় পাবলিক পরীক্ষার খাতা' শিরোনামে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন পড়ে অনেকটাই অবাক হয়ে পড়েছি! দেখতে পেলাম একজন পরীক্ষককে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৩০টি করে খাতা মূল্যায়ন করতে হয়! এটি অত্যন্ত কঠিন কাজ। যদি প্রতিটি খাতা মূল্যায়নে ১০ মিনিট করেও সময় ধরা হয়, তাহলে ৩০টি খাতা মূল্যায়নে সময় দরকার ৩০০ মিনিট বা ৫ ঘণ্টা! যদিও ১০ মিনিটে আমার মতো অনেকের পক্ষে ১০০ নম্বরের একটি খাতা মূল্যায়ন একেবারেই অসম্ভব। তাহলে এতে করে কি ব্যাপারটি সত্যিই প্রশ্নবিদ্ধ মনে হচ্ছে না? ছাত্রজীবনে অনেকের কাছে শুনেছি, 'অমুক স্যার পৃষ্ঠা গুণে নম্বর দেন, অমুক স্যার কলম দিয়ে মেপে নম্বর দেন, আবার কোনো স্যার নিজে খাতা না দেখে ছেলেমেয়ে বা অন্য কাউকে দিয়ে দেখান! সমকালের প্রতিবেদন পড়ে এই বিশ্বাস আরও অনেক প্রবল হচ্ছে। কিন্তু এই বিশ্বাস পুরোটা না হোক, আংশিকও যদি সত্য হয়, তাহলে সেটি আমাদের শিক্ষার্থীদের জন্য ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়াবে। কোনোভাবেই এটি চলতে দেওয়া যেতে পারে না। সরকারকে এজন্য অতি দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রয়োজনে পরীক্ষক সংখ্যা বাড়াতে হবে। যদি এতেও কাজ না হয় তাহলে সময় বাড়িয়ে দিতে হবে। 'একজন পরীক্ষককে ৪০০ খাতা দিয়ে বলা যাবে না ১৫ দিনের মধ্যে মূল্যায়ন করে জমা দিতে হবে!' শিক্ষা বোর্ডগুলোকে বাস্তবতার নিরিখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এ নিয়ে রাজনীতি করার অভিপ্রায় সরকার বা সংশ্লিষ্ট সবাইকে পরিহার করতে হবে। অন্যদিকে খাতা দেখার সম্মানী কিংবা বোর্ডে যাতায়াত ভাতাও বাস্তবসম্মত করতে হবে (বর্তমানে নাকি ৪০০ টাকা)। এমন অনেক স্থান আছে যেখান থেকে শিক্ষা বোর্ডে যাতায়াত বাবদ যে খরচ একজন পরীক্ষককে পরিশোধ করতে হয়, তা ৪০০ টাকার চেয়ে অনেক বেশি। আর দৈনিক ভাতার (ডিএ) কথাও চিন্তা করতে হবে। আমাদের দেশের সব চাকরির বেলায়ই সরকারি কাজের জন্য যাতায়াতের পাশাপাশি দৈনিক ভাতার বিধান চালু আছে। সম্মানিত পরীক্ষকরা এই সুবিধা পান কিনা জানা নেই। বোর্ড কর্তৃপক্ষদেরও বিষয়টি অনুধাবন করতে হবে। মূল্যায়নের ব্যাপারে পরীক্ষকদের 'সিরিয়াস' করতে গেলে প্রাসঙ্গিক সুযোগ-সুবিধাগুলোর নিশ্চয়তা বিধান করা অত্যাবশ্যক। মনে রাখতে হবে, আজকে যাদেরকে তড়িঘড়ি করে মূল্যায়ন/অবমূল্যায়ন (!) করা হচ্ছে, তাদেরই একটি বড় অংশ ভবিষ্যতে দেশ পরিচালনায় নেতৃত্ব দেবে বা দিতে পারে।

চলতি বছরের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলও ৬০ দিনের মধ্যে প্রকাশের বাধ্যবাধকতায় আগামী ২০ মের মধ্যে ফল প্রকাশের কথা মাথায় রেখেই নাকি এগোচ্ছে শিক্ষা বোর্ডগুলো। তাই মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও বোর্ড কর্তৃপক্ষকে সময়ের পাশাপাশি পরীক্ষার্থী, পরীক্ষক এবং সর্বোপরি সঠিক মূল্যায়ন যেন হয়, সেটি নিশ্চিত করতে হবে।

○ সহযোগী অধ্যাপক, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ